লকের মতে ধারণার উৎপত্তি (Origin of concepts according to Locke)

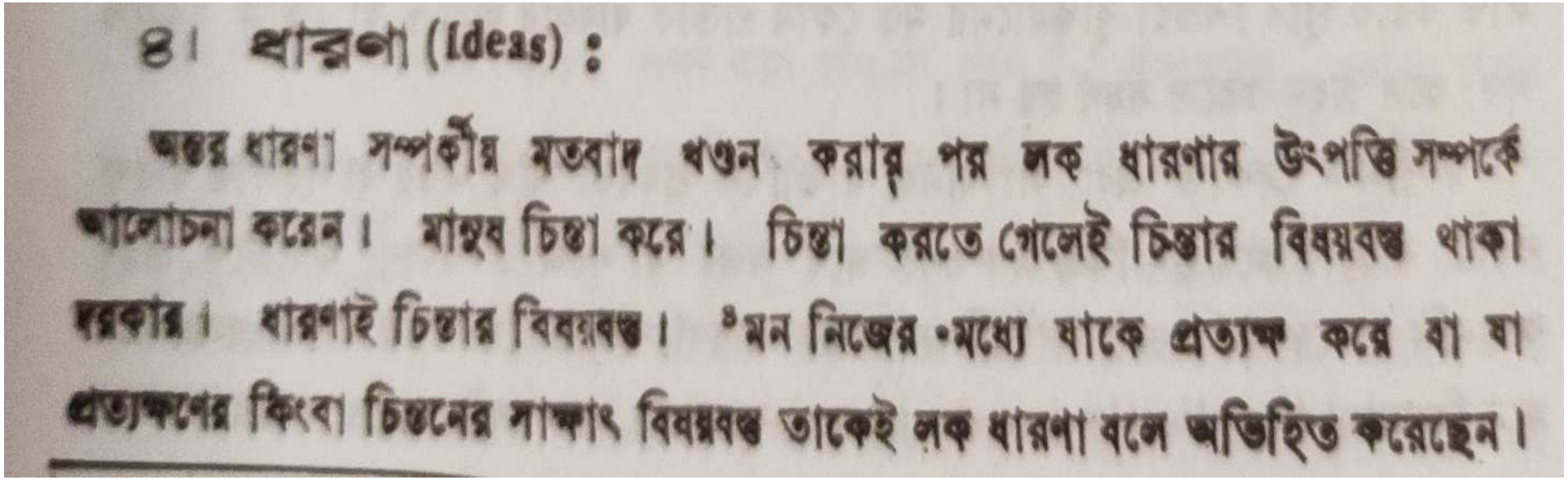

৪। ধারণা (Ideas) :

অন্তর ধারণা সম্পর্কীয় মতবাদ খণ্ডন করার পর লক ধারণার উৎপত্তি সম্পর্কে আলোচনা করেন। মানুষ চিন্তা করে। চিন্তা করতে গেলেই চিন্তার বিষয়বস্তু থাকা দরকার। ধারণাই চিন্তার বিষয়বস্তু। "মন নিজের মধ্যে যাকে প্রত্যক্ষ করে বা যা প্রত্যক্ষণের কিংবা চিন্তনের সাক্ষাৎ বিষয়বস্তু তাকেই লক ধারণা বলে অভিহিত করেছেন।

মানুষ নিজের মনের মধ্যে নানাবিধ ধারণার অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করে যেমন—ঈশ্বর, ত্রিভুজ, জাতি, মানুষ, হস্তী, সৈন্যদল ইত্যাদি। এই সব ধারণা মনে কিভাবে উপস্থিত হয়? জ্ঞানের এবং যুক্তির উপকরণগুলি (materials of reason and knowledge) মনে কিভাবে আসে?

লকের মতে জন্ম সময়ে আমাদের মন একটা সাদা বা অলিখিত কাগজ (tabula rasa), কোন ধারণা তাতে থাকে না। অভিজ্ঞতা (experience) থেকেই আমাদের সব ধারণার উৎপত্তি। অভিজ্ঞতা আসে দুটি পথ বেয়ে—সংবেদন (sensation) এবং **অন্তর্দর্শন** (reflection) থেকে। সংবেদনের মাধ্যমে আমরা বাইরের জগতের বস্তুর এবং অন্তর্দর্শনের মাধ্যমে নিজেদের মানসিক অবস্থার ধারণা লাভ করি। এই দুটি জ্ঞানের উৎস এবং এই দুটি উৎস থেকেই

এই দুটি জ্ঞানের উৎস এবং এই দুটি উৎস থেকেই আমরা যে-সব ধারণার অধিকারী বা

সংবেদন ও অন্তর্দর্শন অভিজ্ঞতা লাভের দুই পথ

স্বাভাবিক ভাবে যে-সব ধারণার অধিকারী হতে পারি তার উদ্ভব হয়। বাহ্যবস্তুর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণগুলি (sensible qualities) যেমন—পীতত্ব, শ্বেতত্ব, উষ্ণতা, মিষ্টত্ব প্রভৃতি যখন দেহস্থ ইন্দ্রিয়গুলিকে উদ্দীপিত করে তখনই সংবেদনের সৃষ্টি হয় এবং আমরা পীত, শ্বেত, উষ্ণ, মিষ্ট প্রভৃতি ধারণাগুলি পেয়ে থাকি। যে-সব ধারণা সম্পূর্ণভাবে ইন্দ্রিয়-নির্ভর সেগুলি সংবেদনের মাধ্যমেই লাভ করা যায়। বিভিন্ন ইন্দ্রিয়পথে বাহ্য জগতের বিভিন্ন বস্তুর ছাপ (copy or idea) মনে এসে পড়ে। একেই বলে সংবেদন। অভিজ্ঞতার অপর একটি উৎস

সংবেদন অন্তর্দর্শনের পূর্বগামী

হল অন্তর্দর্শন যার মাধ্যমে আমরা আমাদের মনের ক্রিয়া-কলাপের, যেমন—চিন্তন, সন্দেহ, বিশ্বাস, যুক্তি প্রভৃতির ধারণার পেয়ে থাকি।

কাজেই বাহ্যবস্তু মনকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণের এবং মন বুদ্ধিকে তার নিজের ক্রিয়াকলাপের ধারণা দেয়। আমাদের যাবতীয় ধারণা সংবেদন ও অন্তর্দর্শনের মাধ্যমেই আমরা পেয়ে থাকি। এই দুই বাতায়নের মধ্য দিয়ে মনরূপ অন্ধকার কক্ষে জ্ঞানের আলোক প্রবেশ করে। যখন থেকে মানুষ প্রত্যক্ষ করতে শুরু করে তখন থেকেই মানুষ ধারণার অধিকারী হয়। প্রত্যক্ষ করা ও ধারণার অধিকারী হওয়া, একই কথা। সংবেদন ও অন্তর্দর্শন যুগপৎ ক্রিয়া করে না। যেহেতু মন নিষ্ক্রিয়ভাবে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণগুলির ধারণা গ্রহণ করে, সেহেতু সংবেদন অন্তর্দর্শনের পূর্বে আসে। মানসিক ক্রিয়ার ধারণার পূর্বেই শিশু সংবেদনের ধারণাগুলির

বহিঃপ্রত্যক্ষ অন্তঃপ্রত্যক্ষের পূর্বগামী

অধিকারী হয়। বহিঃপ্রত্যক্ষ অন্তঃপ্রত্যক্ষের পূর্বগামী। এই বিষয়ে দেকার্তের সঙ্গে লকের পার্থক্য স্পষ্ট। দেকার্তের মতে দেহের তুলনায় মনকে বেশী ভালভাবে জানা যায়। মনের জ্ঞান জড় বস্তুর জ্ঞানের তুলনায় পূর্বগামী। লকের মতে পূর্ববর্তী বাহ্য-বস্তুর প্রত্যক্ষণের উপরই আত্মার প্রত্যক্ষণ নির্ভর।

ইন্দ্রিয় পথে যা মনের কাছে উপস্থিত হয়, মন তা নিষ্ক্রিয়ভাবে গ্রহণ করে। মন যেমন কোন ধারণা সৃষ্টি করতে পারে না, তেমনি যে ধারণা উৎপন্ন হয়েছে মন তা ধ্বংস করতে পারে না। দর্পণে কোন বস্তুর প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হলে, দর্পণ যেমন সেই প্রতিবিম্বকে অস্বীকার করতে, পরিবর্তিত করতে বা মুছে দিতে পারে না ; তেমনি মনে যখন মৌলিক ধারণা এসে উপস্থিত হয় মন তাদের গ্রহণ না করে পারে না। তাদের পরিবর্তিত করা তাদের মুছে দেওয়া বা নতুন কোন মৌলিক ধারণা তৈরি করা মনের পক্ষে সম্ভব নয়।

মৌলিক ধারণা (Simple Ideas) : লকের মতে ধারণা দুপ্রকার—মৌলিক (Simple) এবং যৌগিক (Complex)। এই মৌলিক ধারণাগুলি সব জ্ঞানের উপাদান। সংবেদন এবং অন্তর্দর্শনের মাধ্যমেই সব মৌলিক ধারণা আমরা লাভ করি। অন্য কোন উৎস থেকে মন মৌলিক ধারণা লাভ করতে পারে না। মনে যখন মৌলিক ধারণা এসে উপস্থিত হয়, মন তাদের পুনরাবৃত্তি করতে পারে, তাদের তুলনা করতে পারে, নানাভাবে তাদের পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত করতে পারে এবং খুশীমত নতুন যৌগিক ধারণা গঠন করতে পারে। কিন্তু মন কোন নতুন মৌলিক ধারণা সৃষ্টি করতে পারে না বা যে ধারণা মনে উৎপন্ন হয়েছে তাকে বিনষ্ট করতে পারে না। অভিজ্ঞতার দুটি পথ বেয়ে যে মৌলিক ধারণা মনে আসে তার অধিক মৌলিক ধারণার অধিকারী মন হতে পারে না।

মৌলিক এবং যৌগিক ধারণা

সংবেদনের মাধ্যমে যে মৌলিক ধারণাগুলি (simple ideas of sensation), লাভ করা যায়, সেগুলি দুপ্রকার। কতকগুলি ধারণা আছে, যেগুলি **একটি মাত্র ইন্দ্রিয় পথে** মনে প্রবেশ করে। যেমন—সাদা, লাল নীল প্রভৃতি বর্ণের ধারণা চক্ষু পথে, সবরকম শব্দ কর্ণপথে, সবরকম গন্ধ নাসিকা পথে মনে এসে উপস্থিত হয়। লক এদের নাম দিয়েছেন একেন্দ্রিয় লভ্য ধারণা (ideas of one sense)।

মৌলিক ধারণা চার প্রকার

কোন কোন মৌলিক ধারণা **একাধিক ইন্দ্রিয় পথে মনে প্রবেশ করে**। যেমন—ব্যাপ্তি (extension) বা গতির (motion) ধারণা চক্ষু এবং ত্বক, এই উভয় ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে লব্ধ হয়। একে লক বলেছেন একাধিক ইন্দ্রিয়লভ্য ধারণা। কোন কোন মৌলিক ধারণা **শুধুমাত্র অন্তর্দর্শনের মাধ্যমে**

(*simple ideas of reflection*) লাভ করা যায়, যেমন—'প্রত্যক্ষ,' 'চিন্তন,' 'সন্দেহ,' 'বিশ্বাস,' 'ইচ্ছা'। আবার কোন কোন মৌলিক ধারণা আছে যা **'সংবেদন' এবং 'অন্তর্দর্শন' উভয় পথেই লাভ করা যায়।** অর্থাৎ কিনা, যা সংবেদনের মারফৎ পাওয়া যায় এবং অন্তর্দর্শনের মারফৎ-ও পাওয়া যায়। যেমন—'সুখ', 'দুঃখ,' 'শক্তি,' 'অস্তিত্ব,' 'পারম্পর্য,' 'ঐক্য' প্রভৃতি। জাগতিক বস্তুগুলি পরস্পরের উপর ক্রিয়া করে যে কার্য উৎপন্ন করে সেগুলি প্রত্যক্ষ করে আমরা সংবেদন মারফৎ যেমন শক্তি (power)-র ধারণা লাভ করি তেমনই আমাদের ইচ্ছানুযায়ী অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নড়াচড়া করানোর ক্ষমতা লক্ষ্য করে আমরা অন্তর্দর্শন মারফৎ শক্তির ধারণা (the idea of power) লাভ করি। এই চার প্রকারের মৌলিক ধারণার একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হল যে, এইসব ধারণা মন নিষ্ক্রিয়ভাবে গ্রহণ করে। এই সব মৌলিক ধারণাকে লাভ করার পর এগুলিকে পরিবর্তন করার, ধ্বংস করার, বা এগুলির পরিবর্তে নতুন ধারণাকে ইচ্ছামত মনে স্থাপন করার ক্ষমতা মনের নেই।

উপরিউক্ত মৌলিক ধারণাগুলিই আমাদের সব জ্ঞানের উপাদান যোগায়। পদার্থ-বিদ্যার উপমা ব্যবহার করে বলা যেতে পারে যে, মৌলিক ধারণা হল জ্ঞানের অণু (atom) যার দ্বারা সব জ্ঞান গঠিত। ভাষার ক্ষেত্রে যেমন আমরা একাধিক বর্ণের সাহায্যে শব্দ গঠন করি তেমনি এই সব মৌলিক ধারণার সাহায্যে মন যৌগিক ধারণা গঠন করে। মনের এই ক্ষমতার দ্বারা অবশ্য মৌলিক ধারণাগুলিতে নতুন কিছু সংযোজিত হয় না, যে কারণে লক মনের এই ক্রিয়াকে নিতান্ত মামুলি (formal) কাজ বলে উল্লেখ করেছেন। তবু মনের এই ক্ষমতা প্রমাণ করে যে, মন সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় নয়।

মৌলিক ধারণা

সব জ্ঞানের উপাদান

মুখ্য গুণ এবং গৌণ গুণ (Primary Quality and Secondary Quality) :

[1]কোন বিষয়ে আমাদের মনে ধারণা উৎপন্ন করার ক্ষমতাকে লক গুণ নামে অভিহিত করেছেন। একটি তুষার গোলক আমাদের মনে শুভ্রতা, শীতলতা ও গোলাকৃতির ধারণা উৎপন্ন করে। তুষার গোলকের ঐ ধারণাগুলি উৎপন্ন করার ক্ষমতাকে গুণ বলা হয় এবং আমাদের বোধশক্তির কাছে যখন ঐগুলি সংবেদন বা প্রত্যক্ষণ (sensations or perceptions) রূপে উপস্থাপিত হয় তখন তাদের ধারণা নামে অভিহিত করা হয়।

লকের মতে বস্তু হচ্ছে কতকগুলি গুণের সমষ্টি। তিনি বস্তুর গুণগুলিকে দু'শ্রেণীতে ভাগ করেছেন, যথা—মুখ্য গুণ (Primary Quality) এবং গৌণ গুণ (Secondary Quality)।[1] মুখ্য গুণগুলির প্রকৃতই অস্তিত্ব আছে। এগুলি বস্তুগত (objective), গৌণ গুণগুলির আসলে কোন অস্তিত্ব নেই। এই গুণগুলি বস্তুর স্বরূপগত নয়। এগুলি হল মুখ্য গুণগুলির মাধ্যমে আমাদের মনে বিভিন্ন ধরনের সংবেদন উৎপাদন করার ক্ষমতা বা শক্তি (powers to produce various sensation in us by their primary qualities)। এগুলি ব্যক্তিগত বা বস্তুনিরপেক্ষ (subjective) অর্থাৎ ব্যক্তি-জ্ঞানের উপর নির্ভর।[2] বিস্তৃতি, আকার, আয়তন, গতি প্রভৃতি গুণগুলি হল বস্তুর মুখ্য গুণ ; বর্ণ, স্বাদ, গন্ধ, উষ্ণতা, শীতলতা প্রভৃতি হল গৌণ গুণ। ভিন্ন ভাষায়, স্থান বা দেশকে আশ্রয় করে যে গুণ থাকে তাকে মুখ্য গুণ বলে এবং এ ছাড়া অন্যান্য গুণ হল গৌণ গুণ।

মুখ্য ও গৌণ গুণ

লক ছাড়াও গ্যালিলিও, দেকার্ত, স্পিনোজা, হব্‌স্ প্রমুখ দার্শনিকবৃন্দ গুণের এই শ্রেণীবিভাগ স্বীকার করে নিয়েছেন। বহু পূর্বে গ্রীক দার্শনিক ডেমোক্রাইটিস এই অভিমত পোষণ করেছেন। লক এই শ্রেণীবিভাগের স্বপক্ষে কতকগুলি যুক্তি দিয়েছেন।

প্রথমতঃ, গৌণ গুণগুলি বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে বিভিন্ন রকম; যেমন—কোন একটি জিনিসের আস্বাদ ব্যক্তি ভেদে এক এক জনের কাছে এক এক রকম হতে পারে। যা একজনের কাছে মিষ্টি, তা আর একজনের কাছে মিষ্টি নাও হতে পারে। এজন্য লক মনে করেন যে, এই গুণগুলি বস্তুগত নয়, ব্যক্তিগত। কিন্তু বস্তুর বিস্তৃতি, আকার, আয়তন প্রভৃতি সকলের কাছেই একই রকম মনে হয়। কাজেই এগুলি বস্তুগত।

দ্বিতীয়তঃ, গৌণ গুণগুলি পরিবর্তনশীল এবং কোন কোন ক্ষেত্রে এগুলি একেবারেই অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে। মুখ্য গুণগুলি দ্রব্য থেকে অবিচ্ছেদ্য, অর্থাৎ দ্রব্যের অবস্থা যাই হোক না কেন, মুখ্য গুণগুলি সকল অবস্থাতেই দ্রব্যে বর্তমান থাকে। যেমন একটা শস্যের কণাকে যদি দুটি অংশে বিভক্ত করা যায় তাহলে দেখা যাবে যে তার প্রতিটি অংশেরই কাঠিন্য, ব্যাপ্তি, আকৃতি প্রভৃতি রয়েছে। তাকে যদি আরও অংশে বিভক্ত কয়া যায়, তাহলেও দেখা যাবে বিভক্ত

গৌণ গুণগুলি পরিবর্তনশীল, মুখ্য গুণ নয়

অংশগুলিতে পূর্বোক্ত গুণগুলি রয়েছে কিন্তু এক টুকরো মোমকে যদি গলানো হয়, তাহলে দেখা যাবে যে শেষ পর্যন্ত তার পূর্বের বর্ণ অদৃশ্য হয়ে গেছে।

লকের মতে আমাদের মনের ধারণাগুলির সঙ্গে বস্তুর মুখ্য গুণগুলিরই মিল আছে, অর্থাৎ মুখ্য গুণগুলি বস্তুগত। কিন্তু গৌণগুণগুলির মিল নেই। গৌণ গুণগুলি ব্যক্তিগত। ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ করুক বা না করুক, আকৃতি, ব্যাপ্তি, সংখ্যা, গতি প্রকৃতই বস্তুতে অবস্থিত। কিন্তু উত্তাপ, শুভ্রতা, শীতলতা প্রভৃতি গুণগুলির বস্তুতে যথার্থ অস্তিত্ব নেই। মুখ্য গুণগুলিই আমাদের মনে সংবেদন সৃষ্টি করে গৌণ গুণগুলিকে সৃষ্টি করে। সুতরাং গৌণ গুণগুলি কেবলমাত্র সংবেদন, এগুলি বস্তুর প্রকৃত গুণ নয় যেহেতু এগুলি বস্তুর সত্তাতে নেই। কোন বস্তুর আকারের ধারণা যখন আমরা লাভ করি তখন বস্তুর আকার প্রকৃতই বস্তুতে বর্তমান, কিন্তু গোলাপের লাল বর্ণের ধারণার সঙ্গে গোলাপের কোন মিল নেই। গৌণ গুণগুলির সংবেদনকে যদি বাদ দিয়ে দেওয়া যায়, ধরা যাক, চোখ যদি আলোক বা বর্ণ প্রত্যক্ষ না করে, কান যদি শব্দ না শোনে, জিভ যদি আস্বাদ গ্রহণ না করে, নাক যদি ঘ্রাণ না নেয় তাহলে দেখা যাবে বর্ণ, স্বাদ, গন্ধ ও শব্দের ধারণার কোন অস্তিত্বই থাকছে না।

মনের ধারণাগুলির সঙ্গে বস্তুর মুখ্য গুণগুলিরই মিল আছে

গৌণ গুণগুলি যে বস্তুর যথার্থ গুণ নয় কয়েকটি পরীক্ষণের সাহায্যে তা দেখান যেতে পারে। ধরা যাক, আমার একটি হাত গরম এবং একটি হাত ঠাণ্ডা—খুব ঠাণ্ডা নয়, খুব গরম নয়, এরকম একটি জলের পাত্রে যদি দুটি হাত একই সঙ্গে ডোবান যায় তাহলে গরম হাতটিতে জল ঠাণ্ডা এবং ঠাণ্ডা হাতটিতে জল গরম অনুভূত হবে। উভয় প্রকার সংবেদনের সঙ্গে জলের আসল গুণের মিল রয়েছে একথা নিশ্চয়ই বলা যেতে পারে না। একটা বাদামকে যদি চূর্ণ করা হয় তাহলে দেখা যাবে বাদামের শুভ্রবর্ণ পরিবর্তিত হয়ে ময়লা হয়ে যাবে এবং মিষ্টি আস্বাদ তৈলাক্ত আস্বাদে পরিবর্তিত হবে।

[1]গৌণ ও মুখ্য গুণ ছাড়া আর এক প্রকার গুণ আছে। আমরা প্রত্যক্ষ করি বা না করি, মুখ্য গুণ, প্রকৃতই বস্তুতে অবস্থিত; জড়বস্তু তার মুখ্য গুণগুলির সাহায্যে আমাদের ইন্দ্রিয়ের উপরে ক্রিয়া ক'রে যেগুলিকে উৎপন্ন করে সেগুলি গৌণ গুণ। জড় দ্রব্যগুলি মুখ্য গুণগুলির মাধ্যমে অন্যান্য জড়বস্তুর আকার, (figure) আকৃতি, গঠন (texture) এবং গতির মধ্যে পরিবর্তন আনয়ন করতে পারে, এবং এই পরিবর্তনের ফলে বস্তু পূর্বে আমাদের কাছে যে ভাবে প্রতিভাত হ'তে পারে সেই ভাবে প্রতিভাত না হয়ে অন্য ভাবে প্রতিভাত

গুণ তিন প্রকার—মুখ্য, গৌণ ও তৃতীয় স্তরভুক্ত

হয়। যেমন—আগুনে তামা গলে তরল হয় বা রোদে মোম গাদা দেখায়। এই গুণ-গুলিকে তৃতীয় স্তরভুক্ত গুণ (Tertiary qualities) হিসেবে গণ্য করা হয়।

যৌগিক ধারণা (Complex Ideas) : সংবেদন এবং অন্তর্দর্শনের মাধ্যমে প্রাপ্ত মৌলিক ধারণাগুলিকে সংগ্রহণের ব্যাপারে মন নিষ্ক্রিয়, কিন্তু মন নানাভাবে এই সব মৌলিক ধারণার উপর ক্রিয়া ক'রে যৌগিক ধারণা গঠন করতে পারে। যেমন—শ্বেতত্ব, মিষ্টত্ব, কাঠিন্য প্রভৃতি মৌলিক ধারণাকে সংযুক্ত করে একটি চিনির পিণ্ড এই মৌলিক ধারণা গঠন করা। মন কোন মৌলিক ধারণা সৃষ্টি করতে পারে না, কিন্তু স্বাধীনভাবে মৌলিক ধারণা থেকে যৌগিক ধারণা সৃষ্টি করতে পারে। প্রধানতঃ, তিন ভাবে মন যৌগিক ধারণা গঠন করতে পারে—(১) অনেকগুলি মৌলিক ধারণাকে একত্রে সমবেত করে, যেমন—বিশ্ব-জগৎ, সৌন্দর্য, সৈন্যদল, একটি মানুষ, কৃতজ্ঞতা ইত্যাদি। (২) একটি মৌলিক

মন মৌলিক ধারণার উপর ক্রিয়া করে যৌগিক ধারণা সৃষ্টি করতে পারে

বা যৌগিক ধারণার সঙ্গে অপর একটি মৌলিক বা যৌগিক ধারণার সম্পর্ক স্থাপন করে, যেমন—পিতা এবং পুত্র, বৃহৎ এবং ক্ষুদ্র, কারণ ও কার্য। এই প্রকারে মন সব রকম সম্বন্ধের ধারণা গঠন করে। (৩) একাধিক ধারণার অনুষঙ্গ থেকে একটি ধারণাকে পৃথক করে মন সাধারণ বা সার্বিক ধারণা (General ides) গঠন করে। যেমন—তুষার, দুগ্ধ, খড়িমাটি প্রভৃতি মৌলিক ধারণা থেকে শ্বেতত্বকে পৃথক করে নিয়ে 'শ্বেতত্ব' এই সামান্য ধারণা গঠন করতে পারে। 'শ্বেতত্ব' তখন একই জাতীয় অন্য সব ধারণার প্রতিনিধিস্থানীয় হয়ে পড়ে। সংযুক্তি (combination), সম্বন্ধীকরণ (relation) এবং পৃথকরণ (abstraction) হল তিনটি প্রধান প্রক্রিয়া যার দ্বারা মন জটিল ধারণা গঠন করে।

যৌগিক ধারণা গঠনের তিনটি উপায়

যৌগিক ধারণা তিন প্রকার—(১) **প্রত্যংশ** (Modes), (২) **দ্রব্য** (Substance) এবং (৩) **সম্বন্ধ** (Relations)।

ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার ওপর জটিল ধারণার নির্ভরশীলতা

সরল ধারণাকে নানাভাবে বিন্যাস করে মন যে ধারণা গঠন করে এবং যে ধারণাকে যৌক্তিক বিশ্লেষণ করলে অনেক সরল ধারণা পাওয়া যায়, সেই ধারণাকে বলা হয় জটিল ধারণা।

লকের মতে জটিল ধারণা তিন প্রকার—[1] প্রত্যংশ (Modes), [2] দ্রব্য (Subsform) এবং [3] সম্বন্ধ (Relation)।

[1] প্রত্যংশ: যে যৌগিক ধারণার স্বাধীন সত্তা নেই, যা দ্রব্য নির্ভর তা-ই হল প্রত্যংশ। প্রত্যংশ পরোক্ষভাবে ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভরশীল। যেমন—সৌন্দর্য, 10 প্রভৃতি হল প্রত্যংশ। আকার, রং প্রভৃতি ধারণা মিলিত হয়ে সৌন্দর্যের ধারণা সৃষ্টি হয়।

[2] দ্রব্য: দ্রব্য হল মুখ্য গুণের অজ্ঞাত ও অজ্ঞের আধার। দ্রব্যের ধারণাও পরোক্ষভাবে ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভরশীল। যেমন আমরা একটি কমলালেবুর রূপ, আকার, গন্ধ ইত্যাদি সরল গুণের ধারণা প্রত্যক্ষ করি। এই গুণের আধার হিসেবে আমরা কমলালেবু—এই দ্রব্যের কল্পনা করি। ইচ্ছা, অনুভূতি, চিন্তা এই মানসিক গুণের আধার হিসেবে লক মনের স্বীকার করেছেন। সর্বশক্তিমানতা, সর্বজ্ঞতা, অসীমতা, নিত্যতা, পূর্ণতা প্রভৃতি ধারণার আধার হিসেবে লক ঈশ্বরকেও স্বীকার করেছেন।

[3] **সম্বন্ধের ধারণা:** দুটি ধারণাকে পরস্পরের সঙ্গে তুলনা করে মন সম্বন্ধের ধারণা তৈরি করে। এই সম্বন্ধের ধারণাও পরোক্ষভাবে ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভরশীল। যেমন—কার্যকারণ, পিতা-পুত্র, ক্ষুদ্র-বৃহৎ। কোনো বস্তুর আকার সম্বন্ধে ধারণা একটি মৌলিক ধারণা। ক্ষুদ্র ও বৃহৎ আকার দুটি তুলনা করে মন ক্ষুদ্র ও বৃহতের মধ্যে সম্বন্ধ তৈরি করে।

[4] **অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সামান্য ধারণা গঠন:** যে ধারণা একই শ্রেণির সকল সদস্যের সাধারণ ধর্ম সেই ধারণাকে বলা হয় সামান্য ধারণা। লকের মতে মন এই সামান্য ধারণা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তৈরি করে যেমন—মানুষ, গোরু, গাছ ইত্যাদি।

সামান্য ধারণা গঠনের পদ্ধতি

লকের মতে বিভিন্ন মানুষের মধ্যে বৈসাদৃশ্যগুলি পৃথকীকরণ প্রক্রিয়ার সাহায্যে পৃথক করে আবার বিভিন্ন মানুষের মধ্যে সাদৃশ্যগুলি সামান্যীকরণ প্রক্রিয়ার সাহায্যে একীকরণ করে। এর মাধ্যমেই এদের এক নামকরণ করে 'মানুষ'। এইভাবে মানুষ সামান্য ধারণা গঠন করে। সুতরাং, সামান্য ধারণাও পরোক্ষভাবে ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভরশীল।

মূল্যায়ন: সুতরাং, লকের মতে সহজাত ধারণার কোনো অস্তিত্ব নেই। সরল ধারণা প্রত্যক্ষভাবে ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভরশীল। বাকি সব ধারণা পরোক্ষভাবে ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভরশীল। তাই সকল ধারণার উৎস ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা।

অধ্যাপক বিবেকানন্দ সাউ
দর্শন বিভাগ
বিদ্যানগর কলেজ